দৈনিক সংবাদ
তারিখ OCT 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ঘোষিত 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়' ও প্রসঙ্গ কথা

বিমল সরকার

যেকোন জাতির জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এটা সর্বজনীন এবং একই সঙ্গে সর্বকালীন একটি বিষয়। জাতীয় স্বার্থে এমন একটি বিষয়কে সব সময় দলীয় রাজনীতির বাইরে রাখা দরকার। আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর সুদীর্ঘ সাতাশটি বছর অতিবাহিত হতে চললেও দেশে আজ অবধি একটি সুষ্ঠু শিক্ষানীতির মুখ আমরা দেখতে পাইনি। সুষ্ঠু শিক্ষানীতির অনুপস্থিতির সুযোগে যখন যে দল বা যিনি রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকেন সে দল বা তিনি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা আদেশ-নির্দেশ জারি করে কোন রকমে শিক্ষাব্যবস্থার চাকাটি সচল রাখার চেষ্টা করেন মাত্র। এমন কি স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বলতে গেলে এভাবেই চলে আসছে। শাসকশ্রেণীর সংকীর্ণ দলীয় চিন্তা ও মনোভাবের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার উপর। এক সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল এবং নতুন সরকারের আমলে নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এমন নজির বহু রয়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাবে শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাসমূহ দিনে দিনে হয়ে পড়েছে আরও ভারাক্রান্ত। দলীয় মানসিকতার এ ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত তা চলতেই থাকবে।

শাসকশ্রেণীর এ ধরনের সংকীর্ণ দলীয় চিন্তার অন্যতম শিকার ঢাকার জগন্নাথ কলেজ। কেবল বাংলাদেশের নয়, গোটা উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম এ বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৮৪ সালে ব্যক্তি উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল।

গত বিএনপি সরকার ১৯৯১ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশের পুরনো ৫টি বিখ্যাত কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কলেজগুলো হল ঃ ঢাকার জগন্নাথ কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং রংপুরের কারমাইকেল কলেজ। ১৯৯৫ সালের ২রা নভেম্বর বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জগন্নাথ কলেজের এক অনুষ্ঠানে জগন্নাথ কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেন। এ ঘোষণা দেয়ার পর কলেজে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল আনন্দ-খুশিতে আত্মহারা হন। মুহুর্মুহু করতালি আর আনন্দধ্বনি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে স্বাগত জানান সকলে। ছাত্রছাত্রীরা মিষ্টি খান এবং সকলে মিলে ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল বের করেন। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে, শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষাদান করেন, অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভ করার জন্য পাঠান- এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আকস্মিক অভাবনীয় অগ্রগতি-উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের খুশি হওয়ারই কথা। ছাত্ররা 'জগন্নাথ কলেজ'-এর সাইনবোর্ড নামিয়ে সেখানে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়' নামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয়। কলেজের লাইব্রেরি, ক্যাফেটেরিয়া, ছাত্র সংসদ কার্যালয়, বিএনসিসি কার্যালয় এসবের সামনে থেকে কলেজ লেখা সাইনবোর্ড সরিয়ে বিশ্ববিদ্যা-লয় লেখা হয়। খাতাপত্রে বিশ্ববিদ্যালয় লেখা শুরু হয়। কলেজের যানবাহন, নোটিশ বোর্ড এবং বিভিন্ন কাগজপত্র থেকে কলেজ শব্দটি তুলে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় লেখা হয়। এমন কি কলেজের প্রিন্সিপাল নিজেকে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করেন। পত্রপত্রিকায় ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে, চিঠিপত্র ও বিভিন্ন নোটিশে নিজের পদবি ভিসি বলে উল্লেখ করতে থাকেন। এসব কর্মকাণ্ড এভাবে চলতে থাকলে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিগোচর হয়। মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়- কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়নি, কেবল ঘোষণা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যতদিন এটি বিশ্ববিদ্যালয় না হবে ততদিন কলেজ হিসেবেই পরিগণিত হবে এবং প্রিন্সিপালকে ভাইস-চ্যান্সেলর লেখা যাবে না। এরই মধ্যে কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গঠন করা হয় 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি'। এ কমিটি দু'-এক দফা কর্মসূচিও পালন করেছে সে সময়।

১৯৯৬ সালে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারের এসব পদক্ষেপের মধ্যে বিগত বিএনপি সরকারের নেয়া পুরনো বিখ্যাত ৫টি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্তের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নেই। এর পরিবর্তে সরকার বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই এমন ১২টি পুরনো জেলা শহরে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তা বাস্তবায়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ জগন্নাথ কলেজ (ঘোষিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) এবং অন্য ৪টি পুরনো বিখ্যাত কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে না।

বিএনপি আমলে জগন্নাথ কলেজকে অনেকে সরকারি দলের একটি শক্ত ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করতেন। জনশ্রুতি আছে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৫ সালে তার একক সিদ্ধান্তে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করার পর আরও বেশ কিছুদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও বেগম জিয়া তার ঘোষণা বাস্তবায়ন করার জন্য তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এসব কারণে জগন্নাথ কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হয়নি, কেবল ঘোষণা ও আবেগ-অনুভূতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ঘোষণা দেয়ার পর থেকেই জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ছাত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলেজের স্থলে বিশ্ববিদ্যালয় লিখতে শুরু করেন। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের জগন্নাথ কলেজের সংবাদদাতারা রিপোর্ট করার সময় 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দ ব্যবহার শুরু করেন এবং নিজেদেরকে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা' হিসেবে পরিচয় দিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় লেখার ব্যাপারে বারন করা হলেও এই প্রবণতা অনেকের মধ্যেই থেকে যায়। ছাত্ররা বরাবরই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে নিজেদের পরিচয় দেন। কলেজের ছাত্র সংসদ কার্যালয়, ক্যাফেটেরিয়া এসবের সামনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় লেখা সাইনবোর্ড এখনও ঝুলছে। কলেজের নিজস্ব যানবাহনের সামনের দিকেও লেখা রয়েছে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়'। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে নিজ নিজ ব্যানার বহন করার সময় 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়' লিখে থাকেন। কোন কোন লেখক বইয়ের মধ্যে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়' লিখছেন। এমন কি কোন কোন বিখ্যাত জাতীয় দৈনিকও জগন্নাথ কলেজের কোন সংবাদ পরিবেশনের বেলায় একে কলেজ না বলে বিশ্ববিদ্যালয় বলে উল্লেখ করছে, সংবাদদাতারা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা' হিসেবে। এ প্রবণতা আজও অব্যাহত রয়েছে।

যেকোন বিষয়েই হোক একবার স্বপ্ন দেখলে বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত মানুষের মন থেকে তা সহজে মুছে যায় না। জগন্নাথ কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি বলে শোনা যায়। অনুষদ রয়েছে ৪টি। ডে-শিফট ও নাইট শিফটে মোট ১৯টি বিষয়ে সম্মান এবং ২১টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে পাঠদান করা হয় এখানে। সোনালি স্বপ্ন বাস্তবায়ন না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীসহ বিভিন্ন স্তরের বিপুল জনগোষ্ঠী আশাহত হয়েছেন— একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এমন কিছু ক্ষেত্র থাকে যেগুলো থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে ফলাফল আশা করা যায়। আবার এমনও ক্ষেত্র আছে যেমন- শিক্ষা, ফলাফল পেতে হলে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এমনও হতে পারে যে, এর ফললাভের আশায় অপেক্ষা করতে করতে সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে এমন কি আরও ২/৩টি সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আর এ জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সরকারকে অত্যন্ত ভেবে চিন্তে অগ্রসর হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, একাজটি আমাদের দেশে কখনও করা হয়নি। বলতে গেলে সবগুলো সরকারেরই শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে অধিক মাত্রায় আবেগ ও দলীয় রাজনীতির প্রভুত্ব লক্ষ্য করা যায়। জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা দেয়ার মধ্যেও এর ব্যতিক্রম দেখি না। শাসককুলের এ প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার। কারণ তাদের খামখেয়ালিপনা, আবেগ, ভুল সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তহীনতার মাসুল কিন্তু বরাবর আপামর জনসাধারণকেই দিতে হয়।

[লেখক বাজিতপুর কলেজের (কিশোরগঞ্জ) সহকারী অধ্যাপক।]